হেকমতের বাণী

মুফতীয়ে আযম ফয়জুল্লাহ রহ. এর সুযোগ্য খলীফা
আল্লামা মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব রহ.-এর

নসীহত সমগ্র-১

হেকমতের বাণী

নির্দেশনায়
আল্লামা মুফতী নূর আহমদ সাহেব রহ.
প্রধান মুফতী, হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনায়
বান্দা আব্দুর রাজ্জাক
আড়ারদাহ মাদ্রাসা, চৌগাছা, যশোর।

সংকলনে
মাহমূদূল হাসান নড়াইলী
নাযিমে তা'লীমাত : আড়ারদাহ মাদ্রাসা, চৌগাছা, যশোর।

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

হেকমতের বাণী
নির্দেশনায় : আল্লামা মুফতী নূর আহমদ সাহেব রহ.
সম্পাদনায় : বান্দা আব্দুর রাজ্জাক
সংকলনে : মাহমূদুল হাসান নড়াইলী

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী
তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩
স্বত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ২৮০ টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র
ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما

অধুনা সংস্কৃতির ছোঁয়ায় প্রগতির আবহে স্বকীয়তা বিবর্জিত মানুষ যখন বিজাতীয় সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা, ও অসত্যকে অনুধাবন ও তার বর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদ্রূপ এই জাগতিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দ্বীন বর্জিত নীতিহীন রাজনীতির ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা পশ্চিমা সমাজের অশ্লীল কৃষ্টির মোহগ্রস্থ হয়ে ইহকালীন ও পরকালীন ধ্বংসের অনুভূতিও খুইয়ে বসেছে। তেমনিভাবে আপমর জনসাধারণ স্বীয় পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার তাগিদে লিপ্ত থেকে দ্বীনদারগণের সাহচার্যে আসা ও দ্বীন শেখা হতে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে ক্রমেই জাহালিদ অমানিশায় বুদ হয়ে পড়েছে গোটা সমাজ। এহেন পরিস্থিতিতে জাতির মুক্তির লক্ষ্যে এমন কিছু লেখনী প্রয়োজন, যার মাধ্যমে খুঁজে পাবে তাদের হারানো চেতনা যে অনবদ্য রচনা হবে তার সংকটময় মূহূর্তের সাথী অচেনা পথের দিশারী এবং যার আলোকে স্রোতের প্রতিকূলে, ইসলামের চাহিদাকে সামনে রেখে শত ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে জীবনকে করতে পারে মহিমান্বিত এবং অর্জন করতে পারে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী। বর্তমানে ধর্মদ্রোহিতা, ফেৎনা-ফাসাদ ও বেহায়াপনার তান্ডব, প্লাবনের ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে মন্দের প্রতিবাদ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কচ্ছপ গতিতে ঠেকেছে। অপরদিকে যারা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিখানোর কাজে ব্যস্ত, গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজে দিন-রাত মশগুল এবং দ্বীন প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত তারা আত্মশুদ্ধি ইবাদত, পরিশ্রম ও সাধনার

পরিমন্ডলে কাজের জন্য তেমন সময় করতে পারে না। অথচ এখলাস, তাকওয়া, পরকালের ভাবনা, জীবন ও উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন আমলের উদ্দীপনার এই গুণগুলো হল শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের রূহ। কিন্তু এগুলো থেকে মানুষ আজ বিমুখ অথচ দ্বীনি দৈন্যতা আস্তাকুড় হতে মুক্ত হয়ে আসমানী জ্ঞানের সফল সোপানে আরোহণ ব্যতীত মানবতার মুক্তি ও ইহ-পরকালীন কল্যাণ সমৃদ্ধি অসম্ভব ত্যাগ, সাধনা, ধৈর্য্যের মাধ্যমে যখন খোদাভীতি, তায়াক্কুল, অশ্রুবিসর্জন স্বর্ণ সিড়িতে পদার্পন করা যাবে। তখনি সম্ভব হবে একটি হতাশামুক্ত স্বর্গীয় পরিবেশ। আর এ সমস্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে অন্যায়ের বেড়াজাল ছিন্ন করে কলুষমুক্ত স্বচ্ছ জীবন লাভ করতে যে অমীয় বাণীর অভাব রয়েছে; তারই ক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যার আলোকে চললে আশা করি পথিক তার হারানো পথ খুঁজে পাবে, চেতনাহীন ব্যক্তি ফিরে পাবে তার হারানো চেতনা, গড়ে তুলতে সক্ষম হবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও হতাশামুক্ত রাষ্ট্র। আর বয়ে আনবে আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী। বিশেষ করে ত্বালিবুল এলেমদের জন্য এই পুস্তকের প্রতিটি নসীহত মুক্তির দিশারী ও হেদায়াতের আমলের দিক নির্দেশক। জীবনের প্রতিটি পদে ধাক্কা ও ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ সহযোগী ও উপকারী। এই গ্রন্থটির নসীহতপূর্ণ অমীয় বাণী তার বারিধারায় অবগাহনের মাধ্যমেই সুশীতল করে দেবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। প্রাণ খুঁজে পাবে সব জড়-অচেতন পদার্থ। উজ্জীবিত হয়ে উঠবে তার নিমজ্জিত জীবন। সাহসী ও কর্মঠ হতে থাকবে কাপুরুষ এবং অলসের দল। কেঁটে যাবে সব দূর্বলতা এবং পরিণত হবে মজবুত আল্লাহভীরু মানুষে। সৃষ্টি হবে তায়াল্লুক মায়াল্লাহ আর পূর্ণ হবে দিলের সকল তামান্না আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন "আমীন"

সূচিপত্র

ঈমান ১৫
ঈমানের ৭৭টি শাখা নিম্নে প্রদান করা হল ১৬
৩০টি শাখা যা ক্বলব/অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৭
অন্তরের আমল-২১টি ১৮
অন্তরের আমল বর্জনীয়-৭টি ১৯
ঈমানের যে ৪০টি শাখা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০
ব্যক্তি জীবনে বর্জনীয়-২টি ২১
পারিবারিক জবিনে ৬টি করণীয়..২১
সামাজিক জীবনে-১৮টি ২২
আক্বাইদ; ঈমান বিষয়ক আলোচনা...২৩
আকাইদ সম্পর্কিত মাসায়েল ২৮
কতিপয় শিরকের বর্ণনা..২৯
আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়া'তের পরিচয়...৩৩
নিয়ামতের বর্ণনা...৩৫
সাহায্যকারী নিয়ামত ৩৭
হাদীসের আলোকে জীবন গড়ি ৩৭
কিয়ামতের আলামত ৪০
তিন জিনিস; আলোচনায় "তিন" মানুষ তিন কাজ করলে নাজাত পাবে ...৪২
দুনিয়াতে নিয়ামত তিনটি ৪২
সংসার ধ্বংসের কারণ...৪২
দায়ীর তিন পরিচয় ৪২
ছুটিকালীন মাদ্রাসায় থাকার উদ্দেশ্য ৩টি..৪৩
কিবর (অহংকার) দূর করার ঔষধ তিনটি..৪৩
তিনটি কাজ করণীয়...৪৩
তিন ব্যক্তির বদ দুআ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা নেই ৪৩
তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয় ৪৩
খেদমত করার সময় ৩টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব....................................৪৩
তিনে পরিচয় ৪৪
মাকসাদ বা উদ্দেশ্য ৩টি ৪৪
অধীনস্থদের সাথে চলার ক্ষেত্রে ৩টি বিষয় মনে রাখবে.........................৪৪

আমাদের করণীয় ৩টি ৪৪
সফর তিন কারণে করা হয়..৪৪
আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার পথ তিনটি ৪৫
চার জিনিস; আলোচনায় “চার” মুসলমানের কাজ ৪টি........................৪৫
দায়ীর কাজ ৪টি ৪৫
দায়ীর পুরষ্কার ৪টি:..৪৫
চার কারণে মানুষ অপদস্থ হয়..৪৫
বাঁচার উপায় চারটি। ৪৫
করবে কি? ৪৬
চারটি প্রশ্ন সর্বদা স্মরণ রাখবে ৪৬
দুনিয়াতে মানুষ চার প্রকার.. ৪৬
চার কাজ কখনও করবে না ৪৬
মানুষের সাথে সর্বদা ৪টি জিনিস লেগে থাকে ৪৬
৪টি কাজ করলে দেশ অন্যত্র চলে যাবে ৪৬
৪টি বিষয় দূর্ভাগ্যের লক্ষণ ৪৭
৪টি কারণে মানুষ দ্বীনের কাজ করতে পারে না...............................৪৭
হক কথা বলার জন্য ৪টি গুণ থাকা প্রয়োজন ৪৭
৪টি জিনিস যার মধ্যে থাকবে তার কোন আফসোস থাকবে না ৪৭
মুস্তাহাব আমলে ৪টি জিনিস নেই..৪৭
সব সমস্যার সমাধান ৪টি কাজের মাধ্যমে হয় ৪৭
ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত ৪টি ৪৭
৪টি বিষয়ে দাওয়াত দিবে.. ৪৮
মানুষের মধ্যে গুনাহ্ ও নেকী পৌঁছানোর পন্থা/পদ্ধতি উপায় ৪টি......... ৪৮
প্রকৃত মুমিন হতে হলে ৪টি বিষয়কে ৪টি বিষয় থেকে পবিত্র রাাখতে হবে...............৪৮
৪টি জিনিস ধ্বংসকারী ৪৮
চলবে কিভাবে এবং বলবে কিভাবে? ৪৮
৪টি জিনিসকে হেফাজত করবে ৪৯
কোন জিনিস কি চায়?..৪৯
চার জায়গায় দূর্বল হলে চলবে না ৪৯
চারটি আমল অধিক পরিমাণে করা..৪৯
চার মুহাব্বতের মাধ্যমে আল্লাহর মুহাব্বত পরিপূর্ণতা লাভ করে ৪৯
৪টি গুণ থাকা আবশ্যক..৪৯
রমজানে ৪টি কাজ বেশি বেশি করবে..৪৯

৪টি কাজ করলে মহিলাদের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ ৪৯
স্ত্রী ৪টি বিষয়ে স্বামী থেকে নিচু হওয়া আবশ্যক..............................৫০
স্ত্রী ৪টি জিনিসে স্বামী হতে উঁচু হওয়া আবশ্যক..............................৫০
কর্মজীবনের স্তর ৪টি ৫০
এই চারটি গুণ অর্জনের পরে আসে কর্মজীবন ৫০
তাক্ওয়া ৪টি জিনিসের নাম ৫০
মানুষের শত্রু চার প্রকার...৫০
চার প্রকার শত্রু থেকে পরিত্রাণের উপায়.......................................৫০
পাঁচ জিনিস; আলোচনায় "পাঁচ"
মানুষ ৫টি জিনিসকে ভালবাসলে ৫টি জিনিসকে ভুলে যাবে................৫১
জিন্দেগীর কামিয়াবী ৫টি জিনিসের উপর.......................................৫১
জরুরত পাঁচ জিনিসের নাম ৫২
পাঁচটি কাজ ব্যতীত মুক্তি নেই...৫২
মানুষের কাজ ৫টি..৫২
পাঁচ প্রকার লোকের ধারে কাছেও যাবে না ৫২
কিয়াস বা যুক্তি কিয়াস করা হয় পাঁচ কারণে ৫৩
৫ কাজে ৫ ক্ষতি ৫৩
অন্ধকার পাঁচ প্রকার এবং তার জন্য আলোও পাঁচ প্রকার.................... ৫৩
৫ জিনিসকে গণিমত মনে করবে.. ৫৩
ছয় জিনিস; আলোচনায় "ছয়" মানুষ ৬ প্রকার ৫৪
বর্তমানে ৬ বিষয়ের মেহনত তালেবে এলেমের জন্য জরুরী ৫৪
সমস্ত মুমিন ভাই বোনদেরকে ৬টি বিষয় বস্তুর উপর উঠতে হবে ৫৫
সকলের জন্য প্রত্যহ ৬ প্রকার মেহনত আবশ্যক............................ ৫৫
৬টি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া... ৫৫
আমাদের বিষয়বস্তু ৬টি... ৫৫
দাওয়াতের স্তর ৬টি ৫৬
খেদমত ৬ প্রকার...৫৬
তা'লীম ৬ প্রকার ৫৭
জিকিরের ৬ স্তর..৫৭
শান্তি পাওয়ার পথ ৬টি ৫৭
৬টি বিষয়ে ছাড় দিয়ে চলা ৫৮
মুমিনের করণীয়... ৫৮
পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য ৮টি গুণ থাকা প্রয়োজন ৫৮

এরই সাথে আরো ১২টি গুণ থাকতে হবে ৫৯
উপরোক্ত ২৪টি গুণ কারোর মধ্যে থাকলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে
৯টি খারাবী (কু-অভ্যাস) থেকে হেফাজতে রাখবেন.......................... ৫৯
যে কাজ করলে মানুষের গোনাহ্ বেড়ে যায় এবং
পেছনের আমল নষ্ট হয়ে যায় ৫৯
দুআ কবুল হওয়ার সময় ৫৯
দুআ করার আদব... ৬০
পাঁচটি গুণ দ্বারা দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে কামিয়াবী আশা করা যায় . ৬০
আখেরাতে কামিয়াবীর জন্য আরও ৫টি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন.........৬১
ত্বালিবুল ইলমের প্রতি বিশেষ নসীহত ইলম শিক্ষার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ২টি.৬১
ইলম শিক্ষার বাতেনী উদ্দেশ্য ৬২
এই বাতেনী গুণ অর্জিত হয়েছে কিনা এর আলামত সর্বপ্রথম ৫টি ৬২
আখলাক কাকে বলে?...৬৩
উত্তম চরিত্রের পরিচয় ৬৩
হযরত লোকমান হাকীমের ৭৭টি অমূল্য উপদেশ............................. ৬৪
একজন বিশিষ্ট শাগরেদের প্রতি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উপদেশ ৬৭
সফল তালেবে এলেমের জন্য উপদেশ ৭২
সবক মুখস্ত করার উত্তম সময় ৭৩
হাকিকত বুঝে চলা ৭৩
তালেবে ইলমের গুণাবলী..৭৪
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি: ৭৪
অলসতা ও ঘুম দূর করার পদ্ধতি..৭৪
সমস্ত পৃথিবী দুটি কাজের মাধ্যমে তোমার হাতে আসবে......................৭৫
দুটি জিনিস সর্বদা ভুলে যাওয়া উচিত ৭৫
জিম্মাদারী ৭৫
জিম্মাদারের করণীয় ৭৬
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তিনটি জিম্মাদারী ৭৬
যে সকল মহিলার সাথে দেখা দেওয়া জায়েয, বিবাহ হারাম ৭৬
মুমিনের চলার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় ৭৭
আমার কাজ ৭৭
বর্তমানে কামিয়াবীর পাথেয়.. ৭৮
কামেল মুমিন ও মুসলিমের পরিচয়... ৭৮
ধাক্কা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা... ৭৮

চলবে কিভাবে? ৭৯
স্মরণীয় উপদেশ ৭৯
ইবাদতের প্রকারভেদ ৮০
মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে ৮১
কিতাব পড়াবে কিভাবে? ৮১
নিজের ভুল সংশোধনের উপায় ৮২
বিপদ মুক্তির পথ ৮২
মা'লুমাত অর্জন হবে ৬ গুণের সাথে লেখাপড়া করলে ৮৩
মুফতিয়ে আ'যম ফয়জুল্লাহ রহ. এর বাণী ৮৩
আরো চারটি কারণ ৮৪
আমাদের দেশে ইংরেজ আসার কারণ ৮৪
উলামায়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ৮৪
মাদ্রাসায় ৪টি মেহনত জরুরী ৮৪
মাদ্রাসায় আসার তিনটি মাকসাদ বা উদ্দেশ্য ৮৫
বর্তমানে মাদ্রাসা ওয়ালারা কাজ বানিয়েছে ৩টি: ৮৫
দ্বীনের বিষয়বস্তু ৮৬
দ্বীনদার হওয়ার সহজ-সরল পথ ৮৬
পরিপূর্ণ ইসলাম পাঁচ জিনিসকে বুঝায় ৮৭
ঈমান আসে পাঁচ রাস্তায় ৮৮
পাঁচ রাস্তায় ঈমান প্রবেশ আরো পাঁচটি জিনিসের সমন্বয়ে ৮৮
তাজাক্কুর ৮৯
তাবাত্তুল ৯০
মর্তবার মুহাব্বত ৯০
সম্পদের মুহাব্বত ৯০
সর্দারীর মহাব্বত ৯১
মন চায় জিন্দেগীর মুহাব্বত ৯১
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ৯১
দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া ৯২
ইলমে দ্বীন হাসিল করার সহজ পথ: ৯২
আদব ৯২
বর্তমানে সবচেয়ে কঠিন কাজ ৯৩
শরীয়াত ও মারেফাত ৯৩
পরিপূর্ণতার চাহিদা ৯৪

প্রত্যেকটি পাপে বড় বড় ১০টি ক্ষতি রয়েছে................................ ৯৫
স্মরণীয় নসীহত ৯৫
করা এবং নাকরা..৯৮
নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কথা বললে দুনিয়াবী ক্ষতি................ ৯৯
পরকালীন ক্ষতি ৯৯
শান্তি কোথায়? ৯৯
মনি অন্বেষণ ৯৯
আমলে আউলিয়া বে-আমলে দেউলিয়া......................................১০১
সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের নিদর্শন..১০১
সৌভাগ্যের নিদর্শনসমূহ ১০১
দূর্ভাগ্যের নিদর্শনসমূহ ১০২
কিছু প্রচলিত বিদআত ও কুপ্রথা ও হারাম ১০২
মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া তিন ধরনের হতে পারে ১০৯
কয়েকটি সন্দেহের জবাব...১১১
কুরআন শরীফ সম্পর্কিত মাসায়েল ১১৩
সমাজে ব্যাপক প্রচলিত কিছু কবীরা গুনাহ ১১৪
মানুষ..১২৬
মানুষ কে? ১২৯
একটি ইসলামী মূলনীতি ১২৯
সংক্ষেপে কয়েকটি রূহানী রোগের পরিচয়....................................১২৯
অমূল্য নসীহত ১৩০
যা করণীয়...১৩১
ভুল সংশোধন ১৩১
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ১৩২
মুহাব্বত ও আদর্শ ১৩২
কিছু কথা.. ১৩২
আদর্শ ত্বলবে ইলমের গুণাবলী ১৩৩
যে গুণ অর্জনে চেষ্টা-কোশেষ করা জরুরী....................................১৩৩
অনেক গুণাবলীর মধ্য হতে তলবে এলেমের নিম্নবর্ণিত গুণ অর্জন করা একান্ত আবশ্যক ১৩৩
জ্ঞানের আলো...১৩৩
ভুলের সমাধান ১৩৪
প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি না থাকার কারণ...................................... ১৩৫

নাজাত পাবে কে...১৩৫
ইমাম গাজালী রহ. এর নসীহত ১৩৫
আল্লাহ্ তা'আলা কার দ্বারা দ্বীনের কাজ নিবেন ১৩৬
মাদরাসাগুলো ইলম শূন্য হওয়ার কারণ ১৩৬
মা'লুমাত ১৩৬
বেশী বড় মাহফিলের আশাবাদী না করা ১৩৭
ইমতেহানে করণীয়...১৩৭
চলবে কার কথায়..১৩৭
রাস্তা কখন খুঁজে পায়? ১৩৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখলাক ১৩৮
ইস্তেকামাত বা অটলতা আসবে কিসে? ১৩৮
হেদায়াত পাওয়ার জন্য দুইটি শর্ত..১৩৯
ইবাদত কমপক্ষে ৭ প্রকার ১৩৯
হাদীস বুঝার পদ্ধতি...১৪০
ইখলাসের পরিচয়..১৪০
উল্টা চলার কুফল ১৪১
আখেরাতে সফলকাম হবে কে? ১৪২
বন্ধু কে?..১৪২
বিশ্বস্ত হবে কিরূপে?...১৪২
পিতা দোষী হয় কখন..১৪৩
বিবাহ্-শাদী ১৪৩
বিবাহ শাদীর আগে মেয়েকে তিনটি প্রশ্ন করা ১৪৩
কারো মাধ্যমে মেয়ের অবস্থা যাচাই করা..................................১৪৩
দ্বীন প্রসার লাভ করার উপায় ১৪৪
দ্বীন স্থায়ী হওয়ার উপায় ১৪৪
মুরব্বী ও ইজ্জতের পাত্র কে? ১৪৪
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ..১৪৫
আমার কাজ ১৪৫
অশান্তি কেন? শান্তি আসে কিসে?...১৪৫
যে যে খামী (ত্রুটি) সংশোধন করতে হবে ১৪৬
ছাত্রদের জন্য স্বর্ণের বাণী ১৪৭
রোযা শুদ্ধ হওয়ার আদব ১৪৮
কেন দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা...১৪৯

৬টি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া ১৪৯
৩টি মাকসাদ যাকে সহীহ নিয়ত বলে..১৪৯
আহলে হাওয়া বা লা-মাযহাবীদের প্রতি ৩টি প্রশ্ন ১৫০
মুক্তির উপায়..১৫০
দূরদর্শী হওয়ার মন্ত্র ১৫০
মানুষ হওয়ার সহজ উপায়...১৫১
আমাদের করণীয় কি? ত্বলেবে ইলমের একাকী করণীয় ১৫১
সর্বদার জন্য নসিহত ১৫২
মক্তবে করণীয়...১৫৪
জনসাধারণের সাথে করণীয়..১৫৪
আমার কাজ ১৫৪
মজলিসের আদব ৫টি...১৫৪
আমলের উপকারিতা ১৫৫
মেহনতের ফল ১৫৫
করনীয় ও বর্জনীয় ১৫৬
মুজাহাদা ১৫৬
মাদ্রাসায় রোজানা তা'লীম ১৫৭
জনপ্রিয়তা অর্জন..১৫৭
আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ১৫৮
আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের প্রতিদান.....................................১৭৩
আল্লাহ্ ওয়ালাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ ১৭৪
পিতা-মাতার হক্ব ১৭৫
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ১৮০
পিতা-মাতা সম্পর্কে ফেক্বাহবিদদের রায়...১৮০
পিতা-মাতার প্রতি করণীয় ও বর্জনীয়...১৮১
জীবিত অবস্থায় করণীয় ১৮১
বর্জনীয় ১৮১
মৃত্যুর পর..১৮২
পিতা-মাতা সম্পর্কীয় মাসায়েল..১৮২
সকাল সন্ধ্যার দুআসমূহ..১৮৭
মোজাহাদা ১৯১

ঈমান

الحمد لله تعالی والصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء محمدٍ المصطفی وعلی اله و اصحابه واتباعه المجتبی. اللهم الطف بنافی تیسیر کل عسیر فان تیسیر کل عسیر علیك یسیر. اللهم اجعل نفسی مطمئنة تؤمن بلقائك وترضی بقضائك. اللهم ارزقنی فهم النبیین وحفظ المرسلین والملائکة المقربین. اللهم عمر لسانی بذکرك وقلبی بخشیتك وسری بطاعتك وصلی الله تعالی علی النبي واله واصحابه وبارك وسلم. اللهم نجنا من ظلمات الوهم واکرمنا بنور الفهم وافتح علینا ابواب رحمتك ونشر علینا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انت انك علام الغیوب. رب زدنی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اما بعد

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৭০ এর চেয়েও বেশি। তন্মধ্য হতে বড় শাখা কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এবং সব চেয়ে ছোট শাখা রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, ইট-পাটকেল, নাপাকী ইত্যাদি) সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি প্রধান শাখা (বুখারী ও মুসলিম)

ঈমানের আভিধানিক অর্থ মেনে নেয়া, বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা এবং ঈমানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপত্তা প্রদান করা। আর মুমিন হওয়ার আসল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা প্রদান। তাই মুমিন “ঈমান” আনয়নের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ বা মুক্তির আশা পোষণ করতে পারে। কেননা ঈমান মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করে

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে,

সে সব বিষয় মুখে স্বীকার করা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা। দ্বীনের মূল হল ঈমান। ঈমানের এই ফজীলতের আলোচনা সর্বদাই চলছে অথচ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে। তা অনেকেরই জানা নেই, শুধু ফাজায়েলের বর্ণনা দ্বারা ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। ঈমানের এই শাখা-প্রশাখাগুলো কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সীমাহীন চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুহাদ্দেসীনে কেরাম সেগুলো একত্রিত করেছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী ঈমানের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ৭৭টি। সহীহ হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ঈমানের এই শাখা-প্রশাখাগুলো যাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে তিনিই মহান আল্লাহর দরবারে পূর্ণ ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবেন এবং তিনিই হবেন মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা ও সফলকাম মুমিন। আর যার মধ্যে এক বা একাধিক শাখা থাকবে না তার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বা সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। তবে সহীহ হাদীসের দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, যার ভিতরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকবে সেও অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কাজেই আমরা প্রত্যেকেই ঈমানের এই শাখা-প্রশাখাগুলো অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। যাতে করে ঈমানের একটি শাখাও আমাদের থেকে বাদ পড়ে না যায়। বরং সবগুলো শাখাই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমানের ৭৭টি শাখা অর্জন করার তাওফীক দান করুন "আমীন"

ঈমানের ৭৭টি শাখা নিম্নে প্রদান করা হল

ঈমানের ৭৭টি শাখার মধ্যে ৭টি যবানের সাথে, ৩০টি ক্বলবের সাথে এবং ৪০টি শাখা হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট:

৭টি শাখা যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট:

(১) লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই) একথা মুখে স্বীকার করা নেই কোন বিধানদাতা এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া।